

সাধারণ পাঠাগার

নিখিল-বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সীমা নেই, তল নেই : ভাব-ভাবনারাশিরও সীমা নেই, তল নেই। সেই অসীম-অতল জ্ঞান-ভাব-ভাবনা-চিন্তাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে অজস্র গ্রন্থরাজি। কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত প্রয়াসে সেই সব গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করা, সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন গ্রন্থাগারের। গ্রন্থাগার সম্মিলিত বহুজনের সহায়তায় গড়ে-তোলা যৌথ প্রতিষ্ঠান। বহুজনের প্রয়াসে সেখানে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা চলে। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ— লোকসাধারণের রুচিগত বিভিন্নতা রয়েছে। তাছাড়া ব্যবহারিক প্রয়োজনের নিরিখে, কিংবা মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ধরনের গ্রন্থরাজির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়, ইচ্ছে জাগে। গ্রন্থাগারে গ্রন্থপাঠের নানা-রুচি চরিতার্থতার সুযোগ রয়েছে। সাহিত্য-বিজ্ঞান, দর্শন-ধর্ম, রাজনীতি-অর্থনীতি, শিল্পকলা-বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে গ্রন্থপাঠের সুযোগ রয়েছে গ্রন্থাগারে : বালক-বৃদ্ধ-যুবক, সর্বশ্রেণীর পাঠকের রস-রুচি চরিতার্থতার ঈঙ্গিত পরমাশ্রয় গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস সুপ্রাচীনতার কৌলীন্যসমৃদ্ধ। মানব-সভ্যতার প্রাগৃষা-লগ্নেই মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার, অদেখাকে দেখবার জন্যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। মানুষের মনে লালিত হয়েছে অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা। এই জ্ঞানতৃষ্ণাকে আশ্রয় করেই সূচিত হয়েছে জ্ঞানানুশীলন। গ্রন্থাগার সৃষ্টির বহু পূর্বে জ্ঞানসাধনার ধারা সীমায়িত ভাবে হলেও দেশ-দেশান্তরে, দূর-দূরান্তরে প্রবাহিত হয়েছিল।

তারপর মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষর আবিষ্কৃত হয়েছে; কালো অক্ষরের শৃংখলে মানব-সভ্যতার অজস্র ভাব-ভাবনা আবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থ সংকলন, গ্রন্থরচনার উদ্ভাবনের ইতিহাস এখন থেকেই শুরু হলো। সেই সুপ্রাচীন কালে ভূর্জপত্র-তালপত্র হাতেলেখা গ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়েছে। কিন্তু তালপত্র-ভূর্জপত্র খুব বেশিদিন স্থায়ী থাকে না। তাই এবারে অক্ষর বন্দী হয়েছে পশুচর্মে— তালপত্র-ভূর্জপত্রের তুলনায় সমধিক স্থায়ী। প্রাচীন মিশর 'প্যাপিরাস' এর পাতা গোড়া দিয়ে কাগজ তৈরী করে জ্ঞান রাজ্যের ভাবভাবনা সংরক্ষণ-সংরক্ষণের কৌশল আবিষ্কার করেছে। কাগজ আবিষ্কারের প্রথম কৃতিত্ব প্রাচীন মিশরের প্রাপ্য।

হয় এবং এতেও সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গিনে নেমে গ্রহণের স্থাপিত হয়—উপেশ্যা
সকলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানা-নিজের। ইতিহাস-পটে আমরা অনেক জানতে পারি,
ভারতবর্ষে দিনে-তিমতে, বিশেষ, কাহিন্যে প্রকৃতি যেসব সুকীর্ষি কালে গ্রহণের
স্থাপিত হয়েছিল। অঙ্গিনে ভারতে লক্ষ্য ও বিজ্ঞানশীল মানুষের প্রচেষ্টা এবং সৌমনার্থ
যজ্ঞের গ্রহণের পুঁথিখাত।

কিন্তু এই অঙ্গিনে গ্রহণের উপরে উত্তরকালে সুসংগঠিত অধ্যয়নের
অভিযোগ নেমে এসেছে। সুসংগঠিত মানুষের কল্পনা-শক্তির গ্রহণের ধারণা
করেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহণের, লক্ষ্য ও বিজ্ঞানশীল মানুষের গ্রহণের
সুসংগঠিত অধ্যয়ন থেকে রক্ষা পায়নি। বৌদ্ধ উত্তর-উত্তর-প্রাণের প্রাণের প্রাণের
কিন্তু গ্রহণের রক্ষা করতে পেরেছেন লেগে-উত্তর-পাশের গির্ষে। লেগে-উত্তর
রাজ্যের গ্রহণের বহু অমূল্য গ্রহণের সংরক্ষিত রয়েছে; তিমতে থেকেও
অঙ্গিনে ভারতে অনেক সাধনার বহু অমূল্য জুড়ু রত্নের উদ্ভাসমান সত্ত্ব রয়েছে।
লেগে-উত্তর রাজ্যের গ্রহণের থেকেই উত্তরকালে আবিষ্কৃত হয়েছে বাঙলা ভাষা
সাহিত্যের প্রথম নিবন্ধন 'চর্চাপত্র'।

আমাদের দেশে আধুনিক গ্রহণের স্থাপনের ইতিহাস ইংরেজ আমলে থেকে
ইংরেজ আমলে স্থাপিত স্থাপিত লাইব্রেরী স্থাপন ভারতে ন্যাপনাল লাইব্রেরী বা
জাতীয় গ্রহণের পরিণত হয়েছে। কোলকাতার ওয়ারেন স্ট্রিটের বাসভবন—
কেনেডিজমতে জাতীয় গ্রহণের স্থাপন অবস্থিতি। তাছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, বিশ্বভারতী গ্রহণের, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহণের,
এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ত্রেনতা লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া রাজবাড়ির লাইব্রেরী,
রায়মোহন লাইব্রেরী প্রভৃতি গ্রহণের গ্রহণের সুসংগঠিত। সরকারী আনুষ্ঠানিক
কেন্দ্রে জেলা-লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে। গ্রহণের সরকারী সাহায্যেও
অভিনন্দনযোগ্য। এইভাবে স্থাপন দেশে গ্রহণের স্থাপনায়, গ্রহণের-প্রসারনে
আজকের দিনে যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া গেছে। আজকে মানুষ গ্রহণের বা
পাঠাণের ছাত্রা জীবনধারণের কথা ভাবতেও পারে না। আজকের চারিদিকের দারুণ
দুর্দিনে পাঠাণেরই আমাদের পরম বন্ধু।

স্বাস্থ্যই সকল মুখের আধার

বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 'ব'মান অ. মানব-বভারেরও তেমনি প্রথম বৈশিষ্ট্য অসুস্থ
ও অসংস্কার। এই অসুস্থ-অসংস্কার জন্মের উদ্দেশ্যেই মানব নিত্য নিয়ত সুখেরই,
পথ প্রদর্শন। জীবনের পথে ও প্রাপ্তিতে এই সুখের সন্ধানেই তখন নিয়ত অভিযাত্রা।

সুস্থ-সবল-শীতোষ্ণ পের-মানের অধিকারী হওয়াই এই সুখের সন্ধানে সাফল্যলাভের
মুখের শর্ত। অসুস্থ পেরমানের অধিকারী যারা, যারা রোগযন্ত্রণায় নিত্য-কাতর—
যাওয়া, সংস্কারের ত্যাগের মতো দুর্ভাগ্য আর কেহ নয়। সুখ-মানের জীবনে চিরদিনই
অবশ্যই টেনে রইল, তাদের জীবনের সাধকতা কোথায়? তাদের জীবন বার্থ।
জাতীয়ক স্বভাব-ধর্ম অধিকার মানুসই পরজীকাতর। তাই সুস্থ-সবল-শীতোষ্ণ
মানুষের কাছে যা সুখের বিধান, স্বা-বর্ধক-অসুস্থ মানুষের কাছে তাই চরম অসুখের
কারণ। তাই সুখ-সমাজের অধিকার ব্যক্তিমগ্নে এবং সুখস্বার্থের অধিকারী হওয়াই
সুখলাভের প্রকৃষ্টতম পথ।

আমরা যে জীবনপথ পয়টন করে থাকি, সেই পথ আপনাকে সুসুমাঙ্গীর্ষ নয়, বরং
কন্ট্রোলীর্ণ যন্ত্রজর্ষের। প্রতিমুহুর্তে বিভিন্ন বাধা-বন্ধন, স্বা-সংঘাত, ধর্মে-মুহুর্ত
অবলম্বিত প্রলয়-ধ্বাংসের আশঙ্কায় বিপর্যয়-নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য এগিয়ে
আসতে। প্রকৃতি সংস্কারের নানা বিরুদ্ধ শক্তি, রোগ-তাপ-শোক-যন্ত্রণা বন্ধপট
বিদীর্ণ করার সংগোপন যত্নসহজ্ঞান বিস্তার করে চলেছে। এই সবকিছু
প্রতিকূলতাকে জয় করে নিতে হলে প্রয়োজন সাহস বিহীন বন্ধপট—তারজন্যই
প্রয়োজন যথাযথযুক্ত শরীরচর্চা। সুস্থ-সবল শীতোষ্ণ শরীরের অধিকারী হতে পারলেই
আমরা ভাগ্যবানীর বরণমাল্যের অধিকারী হতে পারবো।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানমনস্ক ভাষায়—'আমি চাই এমন জোক—যাহাদের শরীরের
পেশীমুষ্কল লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও ন্যূন ইন্স্প্যানসিবিলিটি হইবে, আর তাহাদের শরীরের
ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা রক্তের উপাদানে গঠিত'—

সংসারমাত্রায় আমাদের একান্ত স্বীকৃতি 'আনন্দ উচ্ছল পরমায়ু সাহসবিস্মৃত
বন্ধপট' এই সাহসবিস্মৃত বন্ধপট আর আনন্দ-উচ্ছল পরমায়ুর জন্যে প্রয়োজন
সুস্থ-সবল-শীতোষ্ণ পেরমান। সুস্থ-সবল-শীতোষ্ণ শরীরের অধিকারেই সবধিক
বড়ঝাঝা-বাধাবন্ধন অতিক্রমণে জীবন-পথ-পয়টনে বিভিন্ন বিচিত্র বাগ্যোদ্ভোগ
সফলতা অর্জন করা যায়। আমাদের সফলতালাভের প্রতিযাত্রাটি হস্তগত করতে হলে
মানুষকে বহুতর দুঃখকষ্ট বরণ করতে হয়, কঠিন-কঠোর পরিশ্রম করতে হয়,
আজও সহস্রবিধ বাধাবন্ধন অতিক্রমণ করতে হয়। এর জন্যেই প্রয়োজন সুস্থস্বার্থের
অধিকারী হওয়া। স্বা-বর্ধক-দেহ-মানের অধিকারী যারা, তাদের লজাতে ভাগ্যবানী
কখনো সফলতার জয়ন্তিক কান্ধিত করে পেন না। আজ সহস্রবিধ দুঃখবরণ,
কষ্টসহন, সাধনস্বা-অতিক্রমণ, কঠিন-কঠোর পরিশ্রম-বৃত্ত উদযাপনের শক্তি যাদের
আগে ভাগ্যবানী তাদের লজাতেই একদিন জয়টিকা ঠেকে পেন। সাফল্যের
মুখভাঙেও বিধেভাগ্য অতিক্রমণ বরণতে জেগেটে।

শুধু দেহগঠনে নয়, রোগারোগ্যে যোগব্যায়ামের ফলশ্রুতি দূরপ্রসারী। আবার দেশি বিদেশি রীতিতে নানাধরনের সহায়ক উপাদানের সাহায্য নিয়েও ব্যায়াম করা যায়—যেমন মুগুরভাজা, স্পি-টানা, ভারোত্তলন ইত্যাদি। খালিহাতে ডন-বৈঠকেও ব্যায়ামানুশীলন চলে। তবে নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলন আর তদনুযায়ী সুষম খাদ্যগ্রহণে ব্যায়ামের যে ফল মেলে, অনিয়মত ব্যায়ামচর্চা কিংবা শরীরচর্চার সঙ্গে সুষম খাবার না খেলে স্বাস্থ্যের পক্ষে তা চরম ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে শৈশব-কৈশোর পর্বেরই। বিভিন্ন উপাদানের খাদ্যগুণ বিচার, আহার নিদ্রা খেলাধুলা প্রসঙ্গে রীতিনিয়ম ইত্যাদি প্রসঙ্গে অবহিত হতে হয়। অবশ্য এতে করেই শরীরচর্চার কর্তব্য-কৃত্যের সমাপন ঘটে না। এইসঙ্গে প্রয়োজন যথোপযুক্ত শরীরচর্চা—ব্যায়ামানুশীলন। কিন্তু আমাদের বেশীর ভাগ মানুষই থাকে দারিদ্রসীমার নীচে। তাদের কাছে সুষম খাদ্য স্বপ্নের বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। তবুও এরই মাঝে আগে শরীরটাকে গড়তে হবে। ওখানে শুধু 'প্রাণএ নয় চাই 'আত্ম'ও। এই দুই-য়ে মিলেই স্বাস্থ্য।

